

নেই

মোঃআবদুল খালেক

স্বপ্নে বুলানো ব্যাণ্ড যথারীতি হৃদয়পথ ধরে
গন্তব্যে পৌঁছে দেখি আমার জন্য কেউ নেই-
একজন নেই-

স্বাগতম মালা, নেই অপেক্ষার আসর
অগোছালো হাতে আলোমতি ঢালা নেই
নেই ছানি চোখের ঝাপসা শিশির
কপালে চুমো হাতে এক নিবিষ্টা নিবিড়।

খোলা আলো স্পষ্ট সাক্ষ্য হতাসা-

সে নেই, একজন নেই

অপরিচিত শূন্যতা নিবাস পরিচিত পদে
চোখের পিপাসা না মিটে, সমুদ্র অসাড়
নিদ্রাঘ ব্যাপ্ত প্রজ্জ্বল শৈবাল দীঘে।

একরাশ ঘন বাতাসের বাঁধা সরিয়ে

সোজা চলে এলাম ঘরের অন্তরে,

খালি কেদারা, বসন্ত নেই

নিশ্চুপ দেয়াল কাপে চুপিচুপি

মৃদুকম্পন ঘরময়,

আলতো বাতাস খুলে দিল জানালা

শব্দের ঢেউ এসে বিধল কাণিমাঝে চোখে।

সুখগুলো কেঁদে উঠল অসুখের ঘরে

আমি আশ্রয়হীনের মত একা

ছাদ হয়ে গেছে বিশাল শূন্য আকাশ;

এমন কি হয়-তারাভরা আকাশে কোন ছবি?

কোন মুখ কিংবা শব্দের সুকৌশল রশ্মি?

বিশেষ রাতের গভীর দুপুরে আমি ঠিকই দেখি-

মুখমন্ডল, অনবরত এক খানা প্রার্থনা হাত

সুনিপুন শিল্পীর নিখুত ভাষা;

ভেসে যায় নিহারিকা ছায়াপথে,

অবিকল সেই মুখ, যে আমাকে দেখেছিল

এ বাড়ীতে প্রবেশের আগে

সবার আগে, অপেক্ষার চুমো নিয়ে অঞ্জলি ভরে।